www.priofaridpur.com

নবাব আব্দুল লতিফ

১৮২৬ সালে

ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে

আব্দুল লতিফ প্রথম পল্লী পাঠশালায় পাঠ আরম্ভ করেন। অত:পর কলকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসুদন দত্তের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। মাদ্রাসা থেকে সিনিয়র বৃত্তিসহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংরেজী ও পারস্য ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আব্দুল লতিফ বাঙগলার শিক্ষা বিভাগে কর্মজীবন শুরু করেন। আব্দুল লতিফের যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে তদানীন্তন স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিভে তাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন ১৮৪৯ সালে। অত:পর সরকার তাকে শিয়ালদহের ফৌজদারী আদালতের বিচারভার প্রদান করেন। কয়েক বছর কলকাতায় ম্যাজিস্ট্রেটের পদেও তিনি কাজ করেন। বহু জটিল মোকদ্দমার বিচারকালে তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সর্বপ্রথম মুসলমান সদস্য নিযুক্ত হন। উক্ত পরিষদ সদস্য হিসেবে একাদিক্রমে দশ বছর যোগ্যতার সাথে কাজ করেন। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে আয়কর কমিশনে তিনি একজন সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৯ সালে খ্রিষ্টাব্দে সরকার বাহাদুর হুগলী ও কলকাতা মাদ্রাসা কলেজ পরিদর্শনের ভার তাঁর উপর অর্পন করেন। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে “মহামেডান লিটারারি সোসাইটি” প্রতিষ্ঠা করেন এবং তখন থেকে এ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ভারতীয় মুসলমান সমাজে এই ধরণের সংগঠন এই প্রথম স্থাপিত হয়। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে বড়লাট লরেন্স মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ দেখে আবদুল লতিফকে স্বর্ণপদক এবং এক প্রস্থ এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটিনিকা নামক বিরাট অভিধান উপহার দেন। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নবাব উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৭ সালে নবাব বাহাদুর উপাধি লাভ করেন সরকারের কাজ থেকে।

নবাব আব্দুল লতিফ ছিলেন মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কার ওবন্ধুবৎল। বাংলার মুসলিম জাতিকে শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, গরিমা ও সাহিত্যে সচেতন করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তিনি উপলব্দি করেছিলেন শিক্ষাকে অবহেলা করে ভারতবর্ষের মুসলিম জাতির প্রগতি সম্ভব নয়। তিনি ইংরেজীতে জীবন কথা নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

[তথ্যসূত্র: গ্রন্থ-ফরিদপুরের কবি-সাহিত্যিক, লেখক: আ.ন.ম আবদুস সোবহান]